জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক

ক্রীড়া জগত

৮ বর্ষ ৯ সংখ্যা ১৫ নভেম্বর ১৯৮৪

ক্রীড়া সরঞ্জামাদি নিয়ে কিছু কথা

প্রদর্শনী হ্যান্ডবল মফস্বলে সাড়া জাগিয়েছে

CENTURY SILK MILLS LIMITED.

OUR QUALITIES WILL MEET YOUR TASTE

CENTURY FABRICS ®

34 AHSAN ULLAH ROAD DHAKA, PHONE : 255411

An Exclusive Range Of Suiting. Shirtings.

পশ্চিমবঙ্গ হ্যান্ডবল দলের সফর দেশের হ্যান্ডবল প্রসারে সহায়ক হবে

মঞ্জুরুল হক

পশ্চিম বাংলা পুরুষ ও মহিলা হ্যান্ডবল দল সম্প্রতি এক শুভেচ্ছা সফর শেষে দেশে ফিরে গেছে। ১২ দিনব্যাপী সফরকালে পশ্চিম বাংলা দল খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া, ঢাকা ও মুন্সীগঞ্জে প্রদর্শনী খেলায় অংশ গ্রহণ করে।

জানা গেছে প্রতি বছরই বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের বাছাই দল ও পশ্চিম বাংলা দলের মধ্যে এই শুভেচ্ছা সফর চলবে। আগামী বছরে আমাদের দল যাচ্ছে পশ্চিম বাংলায়।

পশ্চিম বাংলা পুরুষ দলের চেয়ে মেয়েরাই বাংলাদেশে ভাল খেলা প্রদর্শন করে গেছে। মহিলা দল শেষ খেলায় মুন্সীগঞ্জে বাংলাদেশ মহিলা আনসার দলের কাছে হেরে যায়। এছাড়া তারা বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন সভাপতি দল ও কুষ্টিয়াতে দুটি খেলা ড্র করে। বাকি চারটি খেলায় জয়ী হয়। অন্যদিকে পশ্চিম বাংলা পুরুষ দল ৩টি খেলায় জয়ী হয় ও বাকি চারটিতে পরাজয়বরণ করে।

এই ধরনের শুভেচ্ছা সফরে জয়-পরাজয় বড় কথা নয়। দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ আরো জোরদার করা ও একে অন্যের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সুযোগ করে দেয়। পশ্চিমবঙ্গ দলের জনৈতা জানান যে তারা যখন কুষ্টিয়াতে তখনই তারা জানতে পারেন যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আততায়ীর হাতে গুলীতে নিহত হয়েছেন। এরপরের খবর হলো পাকিস্তানে সফরকারী ভারতীয় ক্রিকেট দল সফরে বাকি খেলাগুলিতে অংশ গ্রহণ না করে দেশে ফিরে গেছে। স্বভাবিক কারণেই পশ্চিম বাংলা দল কুষ্টিয়া থেকে দেশে ফিরে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশ হ্যান্ডবল কর্তৃপক্ষের অনুরোধে ও ঢাকার ভারতীয় হাই কমিশনের অনুমোদনক্রমে পশ্চিম বাংলা দল বাংলাদেশে তাদের নির্ধারিত সফরসূচী অনুযায়ী সব কয়টি খেলায় অংশ নেয়।

প্রধান মন্ত্রী আতাউর রহমানের সাথে পশ্চিমবঙ্গ পুরুষ দল

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা হ্যান্ডবল দল

বাংলাদেশ রাইফেলস আক্রমণ করলেন পশ্চিমবঙ্গ পুরুষ দলের ঘরে

আসলেই যে আমরা এখনও প্রাথমিক অবস্থায় রয়েছি, তা আমাদের স্বীকার করতেই হবে। হ্যান্ডবল খেলা জনপ্রিয়তা লাভ করুক, গ্রামে-গঞ্জে এ খেলার আরো প্রসার হউক, এ আমাদের কামনা।

ঢাকা ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত প্রথম দিনের পুরুষদের খেলায় ঢাকা মহানগরী দল ২৪—১৫ গোলে পশ্চিম বাংলাকে পরাজিত করে। আর মহিলাদের খেলায় সফরকারী দল ১২—২ গোলে ঢাকা মহানগরী দলকে পরাজিত করে।

দুটি খেলার কোনটিই প্রত্যাশিত মানে পৌঁছাতে পারেনি।

পুরুষদের খেলায় পশ্চিম বাংলা দলের অধিনায়ক দীর্ঘদেহী সুখবিন্দর সিং ও মহানগরীর গোলরক্ষক সেন্টুর প্রশংসনীয় ক্রীড়াশৈলী দর্শকদের নজরে পড়ে।

পশ্চিম বাংলা মহিলা দলের বিরুদ্ধে ঢাকা মহানগরী দল কোন রকম প্রতিদ্বন্দ্বিতাই গড়ে তুলতে পারেনি। পশ্চিম বাংলা দলের ভারতী পাল ও আপর্ণার খেলায় দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় দিনেও পশ্চিম বাংলার পুরুষ দল পরাজিত হয় বিডিআর-এর কাছে ৯—১৪ গোলে। এই খেলায় এক পর্যায়ে উভয় দল ৯টি করে গোল করায় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীতার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু রাইফেলস শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়ে শেষ পাঁচ মিনিটে পাঁচটি গোল করে।

প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীর স্মরণে প্রদর্শনী খেলার আগে দু'মিনিট নিরবতা পালন করা হয়

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা দলের অধিনায়িকা অনিতা ধার ঢাকা মহানগরীর গোলে আক্রমণ চালালেন

মেয়েদের খেলায় ঢাকা মোহামেডান অপ্রত্যাশিতভাবে প্রথমদিকে এগিয়ে গেলে খেলাটি জমে ওঠে। কিন্তু মোহামেডান ৪—৩ গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর পশ্চিম বাংলা দল নিপুণভাবে খেলা উপর্যুপরি নটি গোল করে, শেষ পর্যন্ত ১৬—৬ গোলে জয়ী হয়।

ঢাকার শেষ খেলায় পুরুষদের খেলায় জয়ী ও মেয়েদের খেলা ড্র করে সফরকারী পশ্চিমবঙ্গ হ্যান্ডবল দলের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন সভাপতি দল কৃতিত্ব দেখায়।

পুরুষদের খেলায় বাংলাদেশ দল ১৪—১৩ গোলে জয়ী হয়। এই খেলায় স্থানীয় দল অধিকাংশ সময় পিছিয়ে ছিল। শেষ ছয় মিনিটে অনুপ্রাণিতভাবে খেলে এবং এক মিনিটের ব্যবধানে দুটি চমক জাগানো গোল করে স্থানীয় দল নাটকীয়ভাবে জিতে যায়।

এই দিনের মেয়েদের খেলায় প্রথম গোল করলেও কিছু পরেই পশ্চিম বাংলার মেয়েরা পর পর কয়েকটি গোল করে সহজেই এগিয়ে যায়। খেলার ফল তাদের অনুকূলে যখন নিশ্চিত হতে যাচ্ছিলো ঠিক তখনই স্থানীয় দলের মেয়েরা রুখে দাঁড়ায়। খেলা শেষ হওয়ার শেষ মুহূর্তে শীলা অত্যন্ত নিপুণভাবে দুটি দর্শনীয় গোল করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনেন্।

সফরের শেষ খেলা অনুষ্ঠিত হয় মুন্সীগঞ্জ ষ্টেডিয়ামে। পুরুষদের খেলায় পশ্চিম বাংলা দল বাংলাদেশ বিমান বাহিনীকে ১৬—১০ গোলে পরাজিত করে। পশ্চিমবঙ্গ মহিলা দল তাদের সফরে অপরাজিতের সম্মানটি হারান এ খেলায়। তারা বাংলাদেশ মহিলা আনসার দলের কাছে ২—৪ গোলে পরাজয় বরণ করে। এ খেলায় আনসার দলের গোলরক্ষক জুলেখা অত্যন্ত চমৎকার খেলা প্রদর্শন করে বেশ কয়েকটি নিশ্চিত গোল রক্ষা করেন।

পশ্চিমবঙ্গ এ দলটিকে দেশে এনে হ্যান্ডবলের প্রসারের ক্ষেত্রে যে বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন একটি মহতী উদ্যোগ নিয়েছিলেন তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই নতুন খেলাটিকে দেশের ক্রীড়ামোদীদের কাছে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য মফঃস্বলে ফেডারে-

দ্বিতীয় দিনের প্রধান অতিথি জাতীয় ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের চেয়ারম্যান জেনারেল কে, এম. আবদুল ওয়াহেদের সাথে পরিচিত হচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গ দলের অধিনায়িকা অণিতা রায়

পশ্চিমবঙ্গ দলের মহিলা গোলরক্ষক আহত হলে তাকে চিকিৎসা করে ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের ডাক্তার এবং রেডক্রসের সেচ্ছাসেবিকারা

যশোর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি দলনেতা স্বরঞ্জন দত্তকে ফুল দিয়ে সম্ভাষণ জানাচ্ছেন

শন যে খেলাগুলো দিয়েছেন তার জন্যও তারা ধন্যবাদের দাবিদার। এই ধন্যবাদের পালায় খুলনা বিভাগীয় ক্রীড়াসংস্থাকেও খাটো করে দেখার জো নেই।

সফরকারী পশ্চিমবঙ্গ দলকে বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন, জাতীয় ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড, মহিলা ক্রীড়া সংস্থা, বাংলাদেশ ক্রীড়া লেখক সমিতি, বাংলাদেশ ক্রীড়া সাংবাদিক সমিতি ও ঢাকা মোহামেডান ক্লাব ভিন্ন ভিন্নভাবে সংবর্ধনা জানান।

ঢাকা স্টেডিয়ামের চেয়ে দর্শক সংখ্যা ছিল মফস্বলেই বেশী।

আমরা আশা করবো আগামীতে হ্যান্ডবল ফেডারেশন আরো ব্যাপক কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে যাবেন।

সুখাবিন্দর সিং

পশ্চিম বাংলা পুরুষ দলের অধিনায়ক হয়ে এসেছিলেন ২৭ বছর বয়স্ক সুখাবিন্দার সিং। তিনি কলকাতায় ভারতীয়ফুড কর্পোরেশনে চাকরি করেন।

বাংলাদেশ সফরের অভিজ্ঞতা জানাতে গিয়ে সুখাবিন্দর সিং জানান যে, এদেশের লোকদের সর্বত্র মধুর ব্যবহারে তিনি এবং তাঁর দলের প্রতিটি খেলোয়াড় মুগ্ধ হয়েছে। বিশেষ করে মুন্সীগঞ্জে যে ধরনের সম্বর্ধনা দেয়া হয়েছে, তা অনেকদিন মনে থাকবে।

তাঁর মতে, এত অল্প সময়ে বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছে। তবে আন্তর্জাতিক হ্যান্ডবলের আইন-কানুন সম্বন্ধে এদেশের খেলোয়াড়রা প্রায় অজ্ঞ। আমাদের দেশের রেফারিং সম্বন্ধে তিনি বলেন, যেহেতু এরা আইন-কানুন কিছুই জানেন না, তাই রেফারিংও সেই হিসেবে পিছিয়ে আছে।

সুখাবিন্দর সিং ৪৮ সাল থেকে নিয়মিত পশ্চিম বাংলা দলে খেলে আসছেন। ১৯৮১ সালে ভারতীয় জাতীয় দলে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেন। ১৯৮২ সালে দিল্লীতে ৯ম এশিয়ান গেমসে ভারতের হয়ে খেলেন। এছাড়া একই বছরে ভারত সফরে

প্রেসক্লাবে হ্যান্ডবল ফেডারেশনের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শিক্ষা মন্ত্রী শামসুল হুদা চৌধুরী পশ্চিমবঙ্গ দলের মহিলা ও পুরুষদের ফেডারেশনের উপহার প্রদান করেন

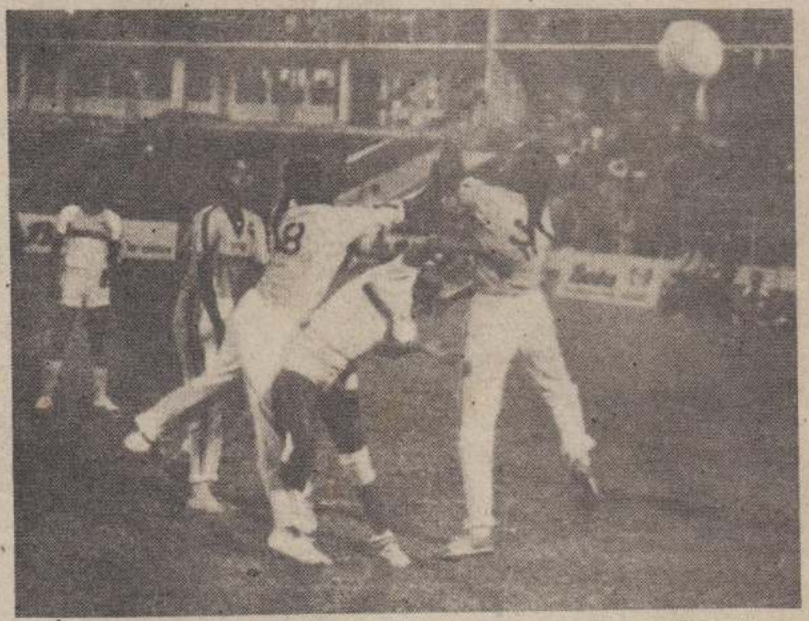

মহিলাদের খেলায় মোহামেডানের ইভার আক্রমণ ঠেকাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের জনৈক খেলোয়াড়

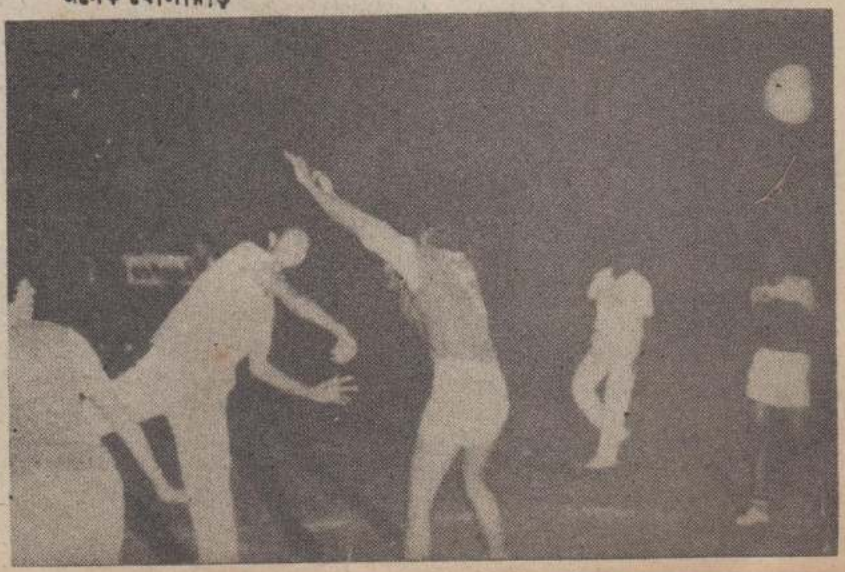

পূর্বে জার্মানীর বিরুদ্ধে খেলেন। সুখাবিন্দুর বাংলাদেশ ক্রীড়া কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ করেন যে, ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর নাগাদ ঢাকায় দ্বিতীয় দক্ষিণ এশিয়া গেমসে যেন হ্যান্ডবল খেলা অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সুখাবিন্দর হ্যান্ডবল ছাড়াও একজন দক্ষ ক্রিকেটার। তিনি কলকাতা প্রথম বিভাগ লীগে দু-বছর ইস্ট বেঙ্গলে খেলার পর এ বছর কুমারটুলিতে খেলবেন।

সুখাবিন্দর তাঁর পরিবারসহ ১৯৭৫ সালে কোলকাতায় চলে আসেন এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

সুখাবিন্দরের খেলা ঢাকার মাঠে প্রতিটি দর্শকের নজর কেড়েছে। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত কুশলী খেলা ছিল সত্যি দেখার মত। ঢাকা স্টেডিয়ামে তাঁর কয়েকটি গোল করার দৃশ্য দর্শকরা অনেকদিন মনে রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

অনিতা রায়

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা দলের অধিনায়ক মিস অনিতা রায় গত সাত বছর ধরে রাজ্য দলে খেলছেন। ভারতীয় জাতীয় হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশীপে পুরুষদের তুলনায় মেয়েরাই ভাল ফল করেছে এ পর্যন্ত। ১৯৭৯ সালে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয় মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করে। গত বছর পশ্চিমবঙ্গ দল রানার্স-আপ হয়। ফাইনালে তারা কর্ণাটকের নিকট হেরে যায়।

অনিতা ১৯৭৮ সালে কোলকাতা যোগ মায়া দেবী কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করে।

তিনি জানান যে, কোলকাতায় পুরুষদের প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগ হ্যান্ডবল খেলা হয়ে থাকে। মেয়েদের শুধু প্রথম বিভাগে খেলা হয়ে থাকে। তিনি খিদিরপুর রুজ দলের অধিনায়ক এবং তার দলই গত বছরের লীগে চ্যাম্পিয়ন হন। মেয়েদের প্রথম বিভাগে ১৫টি দল অংশ গ্রহণ করে থাকে।

এক প্রশ্নের জবাবে অনিতা জানান যে বাংলাদেশের মহিলা হ্যান্ডবলের খেলার মান তাদের দেশে সফরের তুলনায় অনেক উন্নতি হয়েছে। বিশেষ করে স্পিড ও কম্বিনেশনে। বাংলা-

প্রদর্শনী খেলার শেষ দিনের প্রধান অতিথি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী শফিকুল গণি স্বপন মহিলা খেলোয়াড়দের সাথে পরিচিত হচ্ছেন

মহিলা কমপ্লেক্সে সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে নাচছে পশ্চিমবঙ্গ দলের খেলোয়াড় ডালিয়া। তবলায় দলের অধিনায়িকা অনিতা এবং সংগীতে কৃষ্ণা

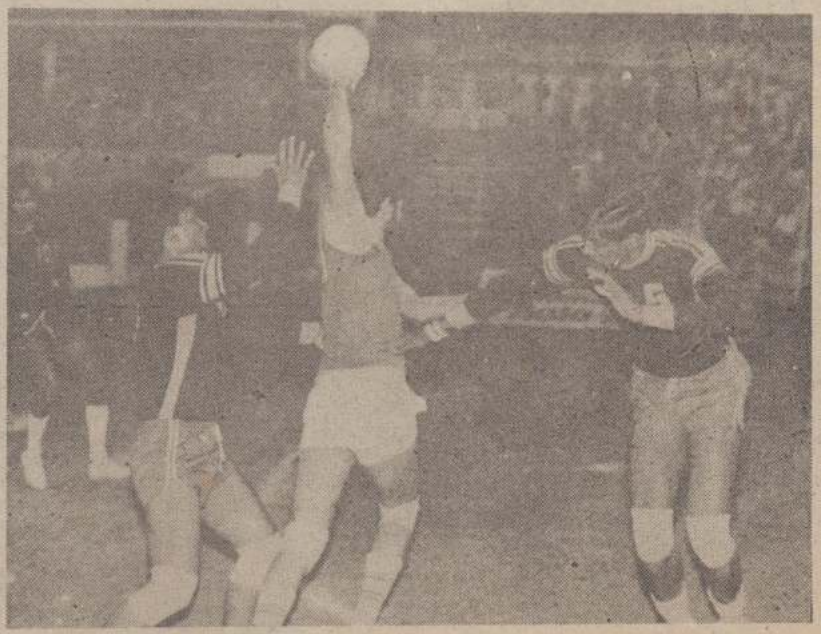

দেশের খেলোয়াড়দের মধ্যে গোলরক্ষক :র.শ্বিত্তি হেলেনা খান ইভা, যে:র্কি ও ট.কটুকির খেলা ভাল লেগেছে।

অনিতা জানান যে তারা আট ভাই-বোন। এদের মধ্যে শুধু তিনিই খেলাধুলা করেন। বাকী সবাই পড়া-শুনা নিয়ে ব্যস্ত। অনিতার বাবা ইতিহাসের একজন অধ্যাপক। অনিতা পূর্ব অঞ্চল রেলওয়েতে চাকুরী করেন এবং তিনি এই দলের হয়ে নিয়মিত বাস্কেটবল খেলে থাকেন।

তার হবি হচ্ছে পাহাড় আরোহণ করা। তিনি দার্জিলিং-এর হিমালয় মাউন্ট ট্রেনিং ক্লাবের সদস্য। এ পর্যন্ত অনিতা প্রায় ১৭,০০০ ফুট আরোহণ করেছেন।

দলনেতা সুরঞ্জন দত্ত

সফরকারী পশ্চিমবঙ্গ হ্যান্ডবল দলের দলনেতা হয়ে এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হ্যান্ডবল এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুরঞ্জন দত্ত।

বেশ অমায়িক ও শান্ত ধীরস্থির প্রকৃতির লোক জনাব দত্ত। বাংলা-দেশের হ্যান্ডবল সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি জানালেন যে বাংলাদেশে স্বল্প সময়ে হ্যান্ডবল যে এগিয়ে যাচ্ছে এটা এ খেলার জন্য আশার কথা। তিনি বাংলাদেশের ছেলেদের খেলার প্রশংসা করেন তবে বলেন যে আন্তর্জাতিক খেলার আইন-কানুন এখানে খুব একটা মানা হচ্ছে না। খেলা যখন হচ্ছে তখন আইন-কানুনগুলো অব-শ্যই সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে। মেয়েদের খেলার ব্যাপারে জনাব দত্ত জানান বাংলাদেশের মেয়েদের উচ্চ-তার দিক দিয়ে একটি এডভানটেজ আছে কিন্তু টেকনিক তাদের আরো রপ্ত করতে হবে। জনাব দত্ত মেয়ে-দের পোশাকের ব্যাপারে বলেন যে আন্তর্জাতিক নিয়ম মাফিক ট্রাউজার পরে খেলার মাঠে কিন্তু মেয়েরা খেলতে পারবে না। পোশাকের ব্যাপারে আরো একটি দিকে তিনি আলোক-পাত করেন সেটি হলো খেলার মাঠে কখনই আন্ডার গারমেন্টস দেখা যাবে না। জনাব দত্ত বললেন খুলনার মেয়েরা যখন পশ্চিমবঙ্গে খেলেছে তখন কিন্তু তারা সবাই সর্টস পড়ে-ছিল ঢাকার মাঠে কেন দেখলাম না এ প্রশ্ন কিন্তু আমার মনে জেগেছে। খেলার উপযুক্ত পোশাক না হলে তা খেলার প্রতিবন্ধক হিসেবেই কাজ করে।

মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অতিথিদের কোট পিন দিচ্ছেন জাতীয় ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের সভাপতি

জনাব সুরঞ্জন দত্ত বাংলাদেশে হ্যান্ডবল সফরের প্রসঙ্গ আনতেই প্রথমেই বললেন খুলনার মহিলা ক্রীড়া সংগঠক মিসেস হোসনে আরা খানের কথা। তার সহযোগিতার জন্যই এই সফরের আয়োজন হয়েছে বলে তিনি জানান। জনাব দত্ত শুধু ক্রীড়াজগতের প্রতিবেদকের কাছে নয়। এ কথাগুলো তিনি বলেছেন মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেও।

পশ্চিমবঙ্গ দলকে কতদিনের প্রস্তু-তিতে বাংলাদেশে আনা হয় তার জবাবে দত্ত জানান যে মাত্র দশদিনের সময় তারা হাতে পান।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হ্যান্ডবল এসো-সিয়েশন এক ট্রায়াল ডাকেন সেখান থেকেই খেলোয়াড় সিলেক্ট করা হয়। ছেলে ও মেয়েদের দলে সাত থেকে আটটি ক্লাবের সদস্যরা রয়েছে।

সবশেষে তিনি বাংলাদেশে সর্বত্র আতিথেয়তার প্রশংসা করেন।

দলনেতা সুরঞ্জন দত্ত

সুখাবিন্দর সিং

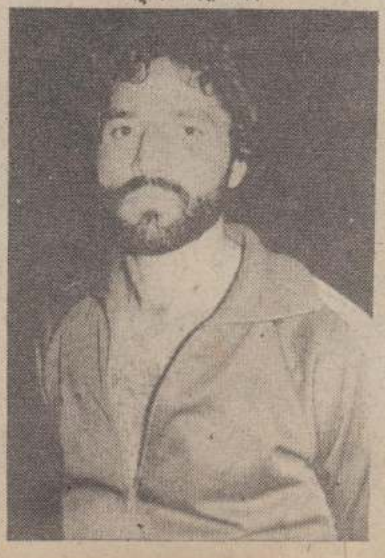

অনিতা রায়